অসুখ-বিসুখ

৬৩

এই সংখ্যায়—

- আলোর দিশারী : ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- অ্যালোপ্যাথি কেন চলে?
- ভারতের বাজারে নিষিদ্ধ ওষুধ
- গলায় কিছু আটকালে কি করবেন?
- ইঞ্জেকশন সম্বন্ধে জানার কথা
- মানুষের জননতন্ত্র
- ভিটামিন কখন দরকারী?

১১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

সেপ্টেম্বর - অক্টোবর ২০১০

REISTERED WITH REGISTRAR OF NEWS PAPERS FOR INDIA (RNI) UNDER NO. WBBEN/2001/7872

সূচীপত্র

১ সহস্রাব্দের লক্ষ্য - আরেক খুড়োর কল? (সম্পাদকীয়)

৪ আলোর দিশারী : ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৮ অ্যালোপ্যাথি কেন চলে?

১০ ভারতের বাজারে নিষিদ্ধ ওষুধ

১৪ খাবার বা অন্য দ্রব্যে শ্বাসরোধ : প্রাণরক্ষায় হেমলিক কৌশল

১৬ ইঞ্জেকশন

২২ মানুষের জননতন্ত্রের গঠন ও কাজ

২৪ ভিটামিন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না

২৭ পাঁচ মিশেলি (একাদশ কিস্তি)

ফাউণ্ডেশান ফর হেলথ অ্যাকশানের কয়েকটি প্রচেষ্টা ঃ

- বোধির (ইংরেজী ভাষায়, মূলত চিকিৎসকদের জন্য) প্রকাশ ঃ

  Bulletin On Drug & Health Information (BODHI), a bimonthly, primarily for medical practitioners

- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা সভা এবং কর্মশালার আয়োজন করা
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বইপত্র প্রকাশ করা
- ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা

ফাউন্ডেশান ফর হেলথ অ্যাকশনের (একটি মুনাফাবিহীন, জনকল্যাণমুখী ট্রাষ্ট) লক্ষ্য ঃ

- অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং ক্ষতিকারক ও ফালতু ওষুধের বিলোপ এবং যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধের প্রসার।
- বিভিন্ন সংগঠন এবং গোষ্ঠীর সাথে সম্মিলিত ভাবে বঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়া।
- চিকিৎসা-ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসকদের প্রকৃত তথ্য জানার অধিকারের দাবিকে জোরদার করা।

১১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১০) পত্রিকার দাম ঃ দশ টাকা

ভারতের বাজারে নিষিদ্ধ ওষুধ

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

পাশের দেশ বাংলাদেশ তার জাতীয় ওষুধ নীতি তৈরি করেছিল ১৯৮২ সালে, যাতে দেশের মানুষ প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো পান, যাতে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধগুলো বাজারে না থাকে। বাংলাদেশ আমাদের অনুপ্রাণিত করে, আমরা আওয়াজ তুলি— 'ওষুধের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ওষুধ'। ভারতের জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়নের দাবীতে, প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক ওষুধ সহজলভ্য করার দাবীতে, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ বাতিল করার দাবীতে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে Drug Action Forum, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে All India Drug Action Network। ১৯৮৩-র ২৩ শে জুলাই, ভারত সরকার ১২ ধরনের অযৌক্তিক বা ক্ষতিকর ওষুধকে নিষিদ্ধ করে।

তারপর ১৯৮৪- তে দু'দফায় নিষিদ্ধ হয় আরও ৩ ধরনের ওষুধ, '৮৫-তে ২ ধরনের ওষুধ, '৮৮-তে ২ ধরনের ওষুধ, '৯০-এ ৫ ধরনের ওষুধ। ৯০-এর দশকে ১৯৯১, '৯৪, '৯৫, '৯৬, '৯৭, '৯৮ এবং '৯৯-এ নিষিদ্ধ হয় যথাক্রমে ১৫, ৮, ২, ৩, ১, ৪ এবং ৭ ধরনের ওষুধ। বর্তমান দশকে নিষিদ্ধ ওষুধের সংখ্যা ২০০০ সালে ২, ২০০১-এ ১, ২০০২-এ ১১, ২০০৩ থেকে ২০০৫ প্রতি বছর ১টা করে। ২০০৮-এ আবার ১টা। গত ২৭ বছরে সরকার মোট ৮০ রকমের ওষুধ তৈরি করা, বিক্রি করা বা সরবরাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন।

১৯৪০-এর ড্রাগস্ এন্ড কস্‌মেটিক্‌স আইন অনুযায়ী রাজ্যগুলোতে রাজ্যের ওষুধ-নিয়ন্ত্রক ও কেন্দ্রে ওষুধ-মহানিয়ন্ত্রক ওষুধ তৈরি-বিক্রি ইত্যাদির ওপর তদারকি করে। দেশের ওষুধ-নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কতটা সক্রিয় দেখবার জন্য ওষুধের দুটো বাণিজ্যিক তালিকা খুঁজে দেখলাম। CIMS (Current Index of Medical Specialities)-এর এপ্রিল-জুলাই, ২০১০ সংখ্যা এবং Drug Today-এর এপ্রিল-জুন, ২০১০ সংখ্যা। ওষুধ কোম্পানীগুলো এই তালিকায় ওষুধের নাম তোলায় পয়সার বিনিময়ে। আশ্চর্য হলাম-৮০ রকম নিষিদ্ধ ওষুধের মধ্যে ৩৮ রকম এখনও বাণিজ্যিক তালিকায় বর্তমান।

- ১৯৮৩-র নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকায় এক নম্বরে ছিল অ্যামাইডোপাইরিন, আমরা ওষুধটাকে জানি অ্যানালজিন নামে। অ্যানালজিন ব্যবহারে রক্তের দানাদার সাদা রক্ত কণিকা বিপজ্জনকভাবে কমে গিয়ে মারাত্মক জীবাণুসংক্রমণ হতে পারে, শক হতে পারে, লাল রক্ত কণিকা ভেঙে গিয়ে পেচ্ছাপের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন বেরোতে পারে। নিষিদ্ধ হওয়ার ২৭ বছর পরেও ওষুধটা পাওয়া যাচ্ছে Analgin (Alkem), Baralgan-M (Sanofi Aventis) ও Novalgin (Sanofi Aventis) নামে।
- ১৯৮৮-তে হাঁপানির ওষুধ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে শরীরের ভেতরে ব্যবহারের জন্য কর্টিকো-স্টেরয়েডের সঙ্গে অন্য কোনও ওষুধের মিশ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়। শরীরের ভেতরে ব্যবহারের জন্য ক্লোরামফেনিকালের সঙ্গে অন্য কোনও ওষুধের মিশ্রণও নিষিদ্ধ হয়। তবু Coral Pharma এখনও Cordexa C ইঞ্জেকশন তৈরি করে যাতে ডেক্‌সামেথাজোনের সঙ্গে ক্লোরামফেনিকল মেশানো আছে।
- ১৯৯০-এ প্রশান্তিকারক, ঘুমের ওষুধ বা চিন্তা-নিবারক ওষুধের সঙ্গে জ্বরের ওষুধ বা ব্যথার ওষুধ

মেশানো নিষিদ্ধ হয়, অথচ অ্যালপ্রাজোলামের সঙ্গে এখনও প্যারাসিটামল মেশাচ্ছে অন্তত দুটো কোম্পানী-Resta (Zuventus), STS (Emcure)।

- ১৯৯১-এ একাধিক অ্যান্টিহিস্টামিনিকের মিশ্রণ নিষিদ্ধ হয়। তবু Vensat-এর Coldwar Tablet-এ সেটিরিজিন ও ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট মেশানো থাকে।
- ১৯৯১-এ সালবুটামল বা অন্য কোন শ্বাসনালী প্রসারকের সঙ্গে কাশির দমক কমানোর ওষুধ বা অ্যান্টিহিস্টামিনিক (অ্যালার্জিরওষুধ)-এর মিশ্রণ নিষিদ্ধ হয়। '৯৯-এ আবারও বলা হয় হাঁপানির কাশি কমানোর ওষুধে কাশির দমক কমানোর ওষুধ বা অ্যান্টিহিস্টামিনিক মেশানো যাবে না। অথচ দেখা যাচ্ছে Abrol Plus (Glenmark) ও Cadicoff (Cadila)-এ টারবুটালিনের সঙ্গে ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট মেশানো আছে। Ventirex (Unimarck)-এ সালবুটামল মেশানো আছে সেটিরিজিনের সঙ্গে।
- টেট্রাসাইক্লিন হাড় ও দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। তাই ১৯৯১ থেকে টেট্রাসাইক্লিনের মুখে খাওয়ানোর তরল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিয়মকে ফাঁকি দিতে তৈরি হয়েছে Subamycin Distab (Dey's)। ডিস্ট্যাব মানে যে বড়ি জলে গোলে, জলে গুলে তো বড়দের খাওয়ানো হবে না। বাচ্চাদের নিষিদ্ধ ওষুধ খাওয়ানোর জন্যই এ আয়োজন।
- ১৯৯৪-এ ডায়রিয়ার ওষুধে কেওলিন, পেকটিন, আটাপালগাইট বা সক্রিয় চারকোলের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, নিওমাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা ডাইহাইড্রোস্ট্রেপ্টোমাইসিন মেশানো বারণ করা হয়েছে। Wyeth-এর Streptomagma-এ কেওলিন, পেকটিন আছে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে।
- এই বছরেই ডায়রিয়ার ওষুধে থ্যালাইল সালফাথিয়াজোল, সালফাগুয়ানিডিন বা সাক্সিনিল সালফাথিয়াজোল মেশানো নিষিদ্ধ করা হয়। Albert David-এর Enteroguanidine-এ সালফাগুয়ানিডিন আছে।
- ডায়রিয়ার ওষুধে পেটে ব্যথা কমানোর ওষুধ মেশানো নিষিদ্ধ '৯৪ থেকে, M.M.Laboratory-এর Emantid-M Suspension-এ ফুরাজোলিডন, মেট্রোনিডাজোলের সঙ্গে বেলাডোনা আছে।
- শরীরের ভেতরে ব্যবহারের জন্য কোন ওষুধে কোন হাইড্রক্সিকুইনোলিন মেশানো নিষিদ্ধ হয়েছে ১৯৯৫-এ।Albert David-এর Enteroguanidine-এ সালফাগুয়ানিডিনের সঙ্গে হাউড্রক্সিকুইনোলিনও আছে। হাইড্রক্সিকুইনোলিন ব্যবহারে জাপানে কয়েক হাজার মানুষ অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে যান। বিশ্বজোড়া জনমতের চাপে এই ওষুধের আবিষ্কর্তা কোম্পানী ওষুধটা তৈরি করা বন্ধ করে দেয়।
- স্ট্রেপ্টোমাইসিন যক্ষ্মারোগের মহৌষধ, তবে এ রোগে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইঞ্জেকশন দিতে হয় ৩০টা বা ৬০টা। অন্য কিছু রোগে অল্প দিন এ ওষুধ দিলে সে রোগ হয়ত সারে, কিন্তু শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু থাকলে তা স্ট্রেপ্টোমাইসিন-প্রতিরোধী হতে পারে। ১৯৯৭ সালে তাই পেনিসিলিনের সঙ্গে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ নিষিদ্ধ হয়েছে। এখনও Alembic-এর Bistrepen, Bistrepen Forte ও Bistrepen Paediatric-এ দুটো ওষুধ মেশানো আছে।
- ১৯৯৮ থেকে ওষুধে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কোন হিমোগ্লোবিন মেশানোই নিষিদ্ধ। রক্ত তৈরির অন্তত ৪টে ওষুধ আছে, যাতে হিমোগ্লোবিন আছে—Heam Up (Cadila), Haem Up Gems (Cadia), Hemfer (Alkem) ও Hepp Forte (Lupin)।
- উৎসেচক (enzyme) গুলো প্রোটিন, মুখে খেলে

পাকস্থলী প্রোটিনপাচক রস সেগুলোকে নষ্ট করে দেয়। এক মাত্র প্যানক্রিয়াটিন উৎসেচক কাজের, যখন অগ্ন্যাশয়ের কিছু রোগে প্যানক্রিয়াটিন ক্ষরণ হয় না। প্যানক্রিয়াটিন বিশেষ ক্যাপসুলের মোড়কে খেতে হয়, যে মোড়ক পাকস্থলী পেরিয়ে গেলে। ১৯৯৮ থেকে প্যানক্রিয়াটিন ও প্যানক্রিয়ালাইপেজের সঙ্গে অন্য উৎসেচক মেশানো নিষিদ্ধ। Dispeptal (Sanofi Aventis). Enzar Forte (Elder), Enzovit (Ethix HC) ও Festal (Sanofi Aventis) আইন ভাঙার উদাহরণ।

- ওই বছরই ভিটামিন বি$_1$, ভিটামিন বি$_6$ ও ভিটামিন বি$_{12}$-এর নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়। আইনের ফাঁক খুঁজে ওষুধ কোম্পানীগুলো এই তিনটের সঙ্গে আরও কিছু মিশিয়ে ফরমুলেশন বানায়। এমন ওষুধের সংখ্যা কয়েকশ'।
- ২০০১ থেকে মৃগীর ওষুধ ফেনোবার্বিটোনের সঙ্গে হাঁপানির ওষুধের মিশ্রণ নিষিদ্ধ। ফেনোবার্বিটোনের সঙ্গে এফিড্রিন ও অ্যামাইনোফাইলিন মিশিয়ে তৈরী Zydus-এর Cortasthma।
- ২০০১ থেকে মৃগীর ওষুধ ফেনোবার্ডিটোনের সঙ্গে পেট ব্যথার ওষুধ হায়োসিন বা হায়োসায়ামিনের মিশ্রণ নিষিদ্ধ। ফেনোবার্বিটোনের সঙ্গে হায়োসিন ও হায়োসায়ামিন মিশিয়ে তৈরি Novartis-এর Belladenal-In।
- ২০০১ থেকে মনোরোগের ওষুধ হ্যালোপেরিডলের সঙ্গে প্রোপান্থালিন ব্রোমাইড মেশানো বারণ। RPG Serebanthine তৈরি করেছে পেট ব্যথা কমানোর জন্য, এ দুটো মিশিয়ে।
- ২০০১ থেকে জীবাণুনাশক ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিডের সঙ্গে মেট্রোনিডাজোল বা অন্য আমাশার ওষুধ মেশানো বারণ। ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিডের সঙ্গে মেট্রোনিডাজোলের মিশ্রণ আছে এমন অন্তত ১৩টা ফরমুলেশন আছে। একটা উদাহরণ Gramoneg-M (Ranbaxy)।
- ওই বছর থেকেই পায়খানার সংখ্যা কমানোর ওষুধ, আসলে অন্ত্রের গতি কমানোর ওষুধ লোপেরামাইডের সঙ্গে জীবাণুনাশক ফুরাজোলিডন মেশানো নিষিদ্ধ হয়। লোপেরামাইড পায়খানা বারে কমালেও এ ওষুধে শরীর থেকে লবণ-জল বেরোনো বন্ধ হয় না, রোগীর পায়খানা বারে কমে যায় বলে তিনি অসাবধান থাকেন, নির্জলন মারাত্মক রকম বেড়ে যায়। বাজারে এই নিষিদ্ধ মিশ্রণ পাওয়া যায় Imozol (J & J), Imosec-F (J&J) এবং Klassak (Shreya) নামে।
- সাইপ্রোহেপ্টাডিন আসলে অ্যালার্জির ওষুধ, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খিদে পায়। ওষুধ কোম্পানীগুলো একে খিদের ওষুধ বলে চালায়। ২০০১-এ সরকার এর সঙ্গে লাইসিন ও পেপ্টোন মেশানো নিষিদ্ধ করে। তাও বাজারে আছে Cypee (Comed), Cyprowal (Wellace) নামে।
- মেটোক্লোপ্রামাইড অন্ত্রের গতি বাড়ায়, বমির ভালো ওষুধ। কিন্তু এর মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে মাত্রা বেশি হলে। অ্যাস্পিরিন বা প্যারাসিটামলের সঙ্গে ছাড়া অন্য ওষুধের সঙ্গে এর মিশ্রণ নিষিদ্ধ ২০০১ থেকে। তবু এর সঙ্গে সাইমেথিকোন বা ডাইমেথিকোন মিশিয়ে তৈরী হয় যথাক্রমে Nausifar MPS (Infar) বা Reg-MPS (CFL Pharma)।
- অ্যালার্জির ওষুধ অ্যাস্টেমিজোল ও টারফেনাডিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে ২০০২-এ। CIMS-এ প্রথম ওষুধটা পেলাম Acemiz (Lupin), Astelong (Torrent) ও Stemiz (Cadila HC) নামে। দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল Daylert (Micro Labs), Therfed (Cipla), Trexyl (Ranbaxy) ও Zoter (Cadila) নামে, তাছাড়া দ্বিতীয়টা আরও তিনটে ফরমুলেশনে অন্য ওষুধের সঙ্গে মেশানো।

- ডায়াবেটিস চিকিৎসার ওষুধের একটা গোষ্ঠী বাই-গুয়ানাইডস্, সদস্য— ফেনফরমিন ও মেটফরমিন। ফেনফরমিন নিষিদ্ধ ২০০৩ থেকে, তবু তালিকায় আছে DBI ও DBI TD নামে।
- ব্যথারওষুধ ভ্যালডেকক্সিব নিষিদ্ধ করা হয়েছে ২০০৫ সালে, এখন একক ওষুধটা পাওয়া যাচ্ছে অন্তত ২২টা ব্র্যান্ডে, মিশ্রণে আরও অন্তত ৫টা। প্রস্তুত করছে Ranbaxy, Piramal HC, IPCA, Cadia, Torrent-এর মত নামী কোম্পানী।

আমার তৈরী তালিকা দেখে 'অসুখ-বিসুখ' পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী সদস্য ডা. স্বপন কুমার জানা সন্দেহ প্রকাশ করেন—সত্যিই এসব ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়? সন্দেহ প্রকাশ করেন মাস্থলি ইন্ডেক্স অফ মেডিক্যাল স্পেশালিটির সম্পাদক ডা. সি এম গুলাটিও। তাঁদের বক্তব্য CIMS বা Drug Today নিজেদের তালিকা আপডেট করে না, তাই বাজারে পাওয়া যায় না এমন ওষুধের নামও তাদের তালিকায় থাকতে পারে।

কি ভয়ংকর ব্যাপার।।

ওষুধ নিয়ন্ত্রকরা কি খতিয়ে দেখবেন সত্যিই নিষিদ্ধ ওষুধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

অ্যালোপ্যাথি কেন চলে?

৯ পাতার পর

চেয়েও বেশি গালি দেওয়া হয় সেটা তাঁরা বোঝেন না। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁরা নিশ্চিন্তে অ্যালোপ্যাথিক প্র্যাকটিশ চালিয়ে যান।

জনৈক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বন্ধুকে বলছিলুম, "তুই কেন জ্বরে জ্বরের ওষুধ, বমিতে বমির ওষুধ দিস?" সে বলল, "তবে কি তুই বমিতে জ্বরের ওষুধ, আর জ্বরে বমির ওষুধ দিতে বলছিস?' তখন তাকে বুঝিয়ে বললাম যে এতো অ্যালোপ্যাথি,. আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নয়। বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নাল থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। সব শুনে সে বলল, "এমন করলে তোর প্র্যাকটিশ চলবে না। তুই দিনরাত সমাজমনস্কতা, বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বলিস। কিন্তু সমাজের কিছুই তুই বুঝিস না। ভারতে প্র্যাকটিশ করবি, আর আমেরিকা ইতালি থেকে উদ্ধৃতি দিবি।" আমি বললুম, "কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার নামে অ্যালোপ্যাথি করি কি করে?" সে বলল, "প্র্যাকটিশ করতে হলে সেটা করতে হবে। রুগী তোর লেকচার শুনতে চায় না। তারা ওষুধ চায়। তোকে তাই দিতে হবে। তাতে ক্ষতি হলে হবে।"

এদেশে অ্যালোপ্যাথি কেন চলে বুদ্ধিমান পাঠকপাঠিকাদের তা আরও বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি?

তথ্যসূত্র -

1. A Rivaz, Paediatric Gastroenterology and Hepatology, 3rd edition, Paras Medical Publisher.
2. Journal of Paediatric Gastroenterology and Nutrtion, Sept. 2006, Vol.13, Issue 3
3. Om Prakash Ghai, Vinod K Paul, Arvind Bagga, Essential Paediatrics, 4th edition
4. Bull. World Health Organ., 2003, 81(6) 3632
5. Shan, P, 1995 "Paracetamol Use in Children", Australian Prescriber, 18, 233 4hrrp//www.austrlianprescriber.com./magazine/18/2/33/5/A.

বাঁকুড়ার পাচাল গ্রাম থেকে প্রকাশিত চেতনা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।